১ম পর্ব: ☆...চর্যাপদ...☆

→ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন - চর্যাপদ।

→ চর্যাপদ মূলত - বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন সঙ্গীত।

→ চর্যাপদ রচনা শুরু হয় - পাল আমলে।

→ চর্যাপদ যে নেপালে সেটা প্রথম জানা যায় - রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত The Sanskrit Buddhist Literature in Nepal এর মাধ্যমে।

→ ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কার করেন - তৃতীয়বারের মত নেপাল ভ্রমণ করে।

→ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপদে - মুণিদত্ত নামে এক পণ্ডিতের সংস্কৃত টীকা ছিল।

→ ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পুরান বাঙালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' প্রকাশিত হয় - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।

→ চর্যাপদ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন - কীর্তিচন্দ্র।

→ ১৯৩৮ সালে এ তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন - ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী।

→ চর্যাপদে - ৫ টি ভাষার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় (বাংলা, হিন্দি, মৈথিলী, অসমিয়া, উড়িয়া)

→ চর্যাপদ বাংলা ভাষার নিদর্শন প্রমাণ করেন - ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

→ আধুনিক ছন্দ বিচারে চর্যাপদ - মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

→ চর্যাপদে প্রবাদ বাক্য রয়েছে - ৬ টি।

→ সম্পূর্ণ চর্যাপদ প্রথম মুখস্থকারী - জাকেরুল ইসলাম কায়েস ।

২য় পর্ব :☆.....মধ্যযুগ.....☆

→ অন্ধকার যুগের সাহিত্য নিদর্শন - প্রাকৃত পৈঙ্গল, শূন্যপুরাণ, সেক শুভোদয়া।

→ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি - জয়দেব ও হলায়ুদ মিশ্র।

→ খনার বচন মূলত - কৃষিতত্ত্বভিত্তিক ছড়া।

→ ডাকের বচন - জ্যোতিষ ও মানব চরিত্র বিষয়ক।

→ মধ্যযুগের প্রথম সাহিত্য নিদর্শন - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, (এর কাহিনী মূলত ভাগবত থেকে নেওয়া)

→ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কার করেন - বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের কাকিল্যা গ্রামের এক গোয়াল ঘর থেকে।

→ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে মোট - 13 খণ্ড, 418 টি পদ।

→ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের চরিত্র তিনটি- রাধা, কৃষ্ণ ও তাদের অনুঘটক বড়াই।

→ মনসামঙ্গল কাব্যের - আদি কবি কানাহরি দত্ত, শ্রেষ্ঠ কবি বারশালের বিজয় গুপ্ত (কাব্য পদ্মপুরাণ)।

→ বাইশা হচ্ছে - মনসামঙ্গলের বিভিন্ন কাব্য থেকে সংগ্রহীত পদসংকলন।

→ মধ্যযুগের প্রথম বিদ্রোহী চরিত্র - চাঁদ সওদাগর।

→ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার আদি কবি - মানিক দত্ত।

→ অন্নদামঙ্গল কাব্য ধারার প্রধান ও মধ্যযুগের শেষ কবি - ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

→ ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার আদি কবি - ময়ূরভট্ট, তার কাব্যের নাম 'হাকন্দ পুরাণ'।

→ পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান মিশ্রিত হয়ে রচিত হয় - শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্য। রামেশ্বর চক্রবর্তী এর শ্রেষ্ঠ কাহিনী রচয়িতা (কাব্য শিব-কীর্তন)।

→ মঙ্গল শব্দ উল্লেখ থাকলেও চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, সারদামঙ্গল মঙ্গল কাব্য নয়।

৩য় পর্ব: ☆.....অনুবাদ সাহিত্য....☆

অনুবাদ সাহিত্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি ধারা। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে এ ধারা গড়ে উঠে।
মধ্যযুগে কোন অনুবাদই আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ।কবিরা মূল কাহিনী ঠিক রেখে মাঝে মাঝে নিজের মনের কথা বসিয়ে দিয়েছেন। এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল একই গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন অনেক কবি।
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ হয়েছে মূলত-
* সংস্কৃত থেকে
* ফারসি থেকে
* আরবি থেকে
* হিন্দি থেকে ।

>>>সংস্কৃত থেকে অনুবাদ<<<

→ রামায়ণ। অনুবাদক কৃত্তিবাস।
→ মহাভারত - কবীন্দ্র পরমেশ্বর।
→ ভাগবত - মালাধর বসু।
→ বিদ্যাসুন্দর - সাবিরিদ খান
→ গোবিন্দবিলাস - যদুনন্দন দাস।
→ হংসদূত - নরসিংহ দাস ও নরোত্তম দাস
→ রসকদম্ব - যদুনন্দন দাস

>>> ফারসি থেকে অনুবাদ <<<

→ ইউসুফ জুলেখা অনুবাদক শাহ মুহম্মদ সগীর।
→ লাইলী মজনু - দৌলত উজির বাহরাম খান।
→ হানিফা ও কয়রাপরী - সাবিরিদ খান।
→ সয়ফুলমুলুক বাদউজ্জামাল - আলাওল, দোনাগাজী চৌধুরী।
→ সপ্তপয়কর, সিকান্দারনামা - আলাওল।
→ গুলে বকাওলী- নওয়াজিশ খান।
→ নুরনামা, নসিহতনামা- আবদুল হাকিম।
→ তুতীনামা - মুহম্মদ নকী।
→ জেবলমুলুক শামারুখ - সৈয়দ মুহম্মদ আকবর
→ গদামল্লিকা - শেখ সাদী (ত্রিপুরার অধিবাসী)

>>> আরবী থেকে অনুবাদ <<<

→ নবীবংশ - সৈয়দ সুলতান।
→ আম্বিয়াবাণী- হেয়াত মামুদ।
→ সায়াতনামা - মুজাম্মিল

>>> হিন্দ থেকে অনুবাদ <<<

→ মধুমালতী - মুহম্মদ কবীর।

→ সতীময়না লোরচন্দ্রাণী- দৌলত কাজী, আলাওল।

→ পদ্মাবতী - আলাওল।

→ মৃগাবতী - মুহম্মদ মুকীম।

[উল্লেখ্য যে, হিন্দু লেখকদের অনুবাদ সাহিত্যকে 'সাহিত্যের কথা', আর মুসলমান লেখকদের অনুবাদ সাহিত্যকে 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' বলে।]

৪র্থ পর্ব: ☆.... রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ....☆

→ মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসে - সুলতানী আমলে।

→ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি - শাহ মুহম্মদ সগীর ।

→ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কাব্য - ইউসুফ জুলেখা।

→ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার কবি-

* পঞ্চদশ শতক - শাহ মুহম্মদ সগীর, জয়েন উদ্দিন, মুজাম্মিল।

* ষোড়শ শতক - মুহম্মদ কবীর, সাবীরিদ খান, কোরেশী মাগন ঠাকুর, সৈয়দ সুলতান।

* সপ্তদশ শতক - আলাওল, দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর ।

* অষ্টাদশ শতক - ফকীর গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মুহম্মদ মুকীম।

☆... আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য...☆

→ আরাকান রাজসভা বাংলা সাহিত্যে - রোসাঙ্গ রাজসভা নামে পরিচিত।

→ আরাকান রাজসভার উল্লেখযোগ্য কবি - দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মরদন, আব্দুল করিম খোন্দকার।

→ দৌলত কাজী 'সতীময়না লোরচন্দ্রাণী' কাব্য রচনা করেন - শ্রী সুধর্মার আমলে।

→ আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা করেন - রাজা সাদ উদারের প্রধানমন্ত্রী কোরেশী মাগন ঠাকুর।

→ আলাওল 'সপ্তপয়কর' কাব্য রচনা করেন - সুধর্মার ভাজির সৈয়দ মুহম্মদের নির্দেশে।

→ 'দুল্লা মজলিস' কাব্যের রচয়িতা - আব্দুল করিম খোন্দকার

৫ম পর্ব: ☆...নাথ সাহিত্য...☆

→ মধ্যযুগের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যধারা - নাথ সাহিত্য ।

→ নাথ ধর্মের সাধনতত্ত্ব ও প্রাসাঙ্গিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত - নাথ সাহিত্য ।

→ নাথ সাহিত্যধারা প্রধানত দুইপ্রকার -

* নাথ সাহিত্য

* নাথ গীতিকা

→ নাথ সাহিত্যের বিকাশ ঘটে - আদিনাথ, মীননাথ, হাড়িপা, কানুপা এই চার জন সিদ্ধাচার্যের অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে ।

→ নাথ সাহিত্যের প্রধান কবি - শেখ ফয়জুল্লাহ । তার কাব্য ' গোরক্ষ বিজয়'।

☆...মার্সিয়া সাহিত্য...☆

→ মার্সিয়া আরবী শব্দ অর্থ শোক প্রকাশ করা, মাতম করা ।

→ মার্সিয়া সাহিত্য - কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা নিয়ে রচিত ।

→ এ ধারা - আরবী থেকে ফারসি এবং ফারসি থেকে বাংলা সাহিত্যে (সুলতানী আমলে) প্রচলিত হয় ।

→ মার্সিয়া সাহিত্য ধরার-

- আদি কবি শেখ ফয়জুল্লাহ । তার কাব্য 'জয়নবের চৌতিশা'।

- প্রধান কবি ফকীর গরীবুল্লাহ।

- হিন্দু কবি রাধারমণ গোপ।

→ এ ধারার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ - জঙ্গনামা, আমীর হামজা, নবীবংশ, ইমামগণের কেচ্ছা, আফৎনামা, সংগ্রাম হোসেন।

→ আধুনিক যুগে এ ধারার কবি - মীর মশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদ ।

[উল্লেখ্য যে,আরবী মাগাজী কাব্যধারা থেকে উর্দু জঙ্গনামা কাব্যের উৎপত্তি, উর্দু থেকেই বাংলা জঙ্গনামা কাব্যের উৎপত্তি]

৬ষ্ঠ পর্ব: ☆...বৈষ্ণব সাহিত্য...★

.....

→ বৈষ্ণব ধর্মীয় আন্দোলনের প্রবক্তা – শ্রী চৈতন্যদেব।

→ বৈষ্ণব সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছে – বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনকে কেন্দ্র করে।

→ বৈষ্ণব সাহিত্য ধারার মূল উপজীব্য – রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা

→ বৈষ্ণব সাহিত্য দুই ধারায় বিভক্ত-

১. পদাবলী সাহিত্য বা বৈষ্ণব পদাবলী

২. জীবনী সাহিত্য

.....

☆... পদাবলী সাহিত্য বা বৈষ্ণব পদাবলী...☆

→ বৈষ্ণব পদাবলী ধারার প্রথম কাব্য – লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ'।

→ পদাবলী সাহিত্যের চতুষ্টয় হলেন- চতুর্দশ শতকের বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও ষোড়শ শতকের গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস।

→ বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা এবং প্রথম অবাঙালি কবি- বিদ্যাপতি।

→ 'অভিনব জয়দেব' হলেন - বিদ্যাপতি (আদি জয়দেব হলেন 'গীতগোবিন্দ'র লেখক)

→ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম সংকলক – বাবা আউল মনোহর দাস। তার গ্রন্থ 'পদসমুদ্র' (ষোড়শ শতক)।

→ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহের পদাবলী' - বৈষ্ণব পদাবলী দ্বারা প্রভাবিত।

.....

☆...জীবনী সাহিত্য...☆

→ জীবনী সাহিত্যের সূচনা হয় – শ্রী চৈতন্যদেব ও তার কয়েকজন শিষ্যের জীবন কাহিনী নিয়ে।

→ চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থকে – কড়চা বলা হয়। (কড়চা অর্থ ডায়েরী বা দিনলিপি)

→ চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থ - চৈতন্যচরিতামৃত (সংস্কৃত ভাষায়)। রচয়িতা তার সতীর্থ মুরারি গুপ্ত।

→ বাংলা ভাষায় প্রথম জীবনী গ্রন্থ – চৈতন্যভাগবত। রচয়িতা বৃন্দাবন দাস।

→ বৈষ্ণব ধর্মগুরু অদ্বৈত আচার্যের জীবনী নিয়ে লেখা গ্রন্থ – বাল্যলীলাসূত্র (সংস্কৃত ভাষায়)।

৭ম পর্ব: ☆....কাবওয়ালা ও শায়ের....☆

.....

আঠার শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মুখে কলকাতার হিন্দু সমাজে 'কাবওয়ালা বা সরকার' এবং মুসলমান সমাজে 'শায়ের'-এর আবির্ভাব হয়। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময়কাল পর্যন্ত কাবওয়ালা ও শায়েরদের জনপ্রিয়তা ছিল।

.....

>>>> কাবওয়ালা <<<<

→ কাবওয়ালারা রচনা করতেন – কাবগান

→ কাবগানের আদিগুরু – গোঁজলা গুই

→ কাবওয়ালাদের সহকারীদের বলা হতো - দোহার

→ সর্বপ্রথম কাবগান সংগ্রহ করতে শুরু করেন – কাব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১৮৫৪ সালে এবং সংবাদ প্রভাকর পাত্রিকায় প্রকাশ করেন।

→ উল্লেখযোগ্য কাবওয়ালা হলেন – গোঁজলা গুই, হরু ঠাকুর, ভবানী বেনে, ভোলা ময়রা, নিতাই বৈরাগী, এন্টানি ফিরিঙ্গি, নিধুবাবু, দাশরথি রায় প্রমুখ।

.....

>>>> শায়ের <<<<

→ শায়েরগণ রচনা করতেন – দোভাষী পুঁথি বা পুঁথি সাহিত্য।

→ বাংলা, আরবি, ফারসি, উর্দু, তুর্কি ও হিন্দি প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে ইতিহাসাশ্রিত কাল্পনিক কাহিনী থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে রচিত হতো - দোভাষী পুঁথি বা পুঁথি সাহিত্য।

→ এ সাহিত্য কলকাতার সস্তা প্রেস থেকে ছাপা হতো বলে – বটতলার পুঁথি বলা হতো।

→ উল্লেখযোগ্য শায়ের – ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোহাম্মদ দানেশ, আবদুর রাহিম, মুহম্মদ মুনশী, সাদ আলী প্রমুখ।

→ পুঁথি সাহিত্য ধারার প্রথম কাব্য – রায়মঙ্গল। রচয়িতা কবি কৃষ্ণদাস দাস।

→ দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক কবি – ফকির গরীবুল্লাহ। তার কাব্য 'জঙ্গনামা'।

→ পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম কবি – সৈয়দ হামজা।

৮ম পর্ব: ☆....লোকসাহিত্য....☆

.....

আবহমান কাল থেকে জনসাধারণের মুখেমুখে যে সাহিত্যের সৃষ্টি তাকে লোকসাহিত্য বলে। এ সাহিত্যে প্রধানত পল্লীবাংলার অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী অবদান রেখেছে। এদের সাধারণত 'বয়াতি' বলা হয়।

.....

→ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য লোকসাহিত্য গবেষক – মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, ড. আশরাফ সিদ্দিকী ও ড. মাযহারুল ইসলাম।

→ লোকসাহিত্য বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ – হারামনি (মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন), প্রবাদ সংগ্রহে (সুনীল কুমার), কবি পাগলা কানাই (ড. মাযহারুল ইসলাম)।

→ লোকসাহিত্যের শাখাগুলো হচ্ছে- ছড়া, প্রবাদ –প্রবচন, ধাঁধা, গীতিকা, লোককথা, লোকসংগীত।

→ লোকসাহিত্যের শক্তিশালী শাখা – ছড়া। ছড়া সাধারণত 'স্বরবৃত্ত' ছন্দে লেখা হয়।

→ গীতিকা তিন প্রকার – নাথ গীথিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

→ একটিমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা (রাজা গোপীচাঁদের সন্ন্যাস গ্রহণ) অবলম্বনে রচিত – নাথ গীতিকা।

→ ১৮৭৮ সালে রংপুর থেকে স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন কর্তৃক সংগৃহীত গীতিকার নাম – মানিক রাজার গান।

→ 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' গ্রন্থের রচয়িতা – শুকুর মহম্মদ।

→ মৈমনসিংহ গীতিকায় – ১০টি গীতিকা রয়েছে।

→ মৈমনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেন – চন্দ্রকুমার দে (নেত্রকোনার অইথর গ্রামের অধিবাসী)।

→ চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত পালাগানগুলো প্রথম প্রকাশিত হয় - ময়মনসিংহের 'সৌরভ' পত্রিকায়।

→ মৈমনসিংহ গীতিকা অনূদিত হয়েছে – ২৩টি ভাষায়।

→ মৈমনসিংহ গীতিকার 'দস্যু কেনারামের পালা' ব্যতীত সবগুলো গীতিকার বিষয়বস্তু – নরনারীর লৌকিক প্রেম।

→ 'মহুয়া' পালাটির রচয়িতা - দ্বিজ কানাই, সংগ্রাহক – পল্লীকবি জসীম উদ্দীন।

→ পল্লীবাংলার পালাগানগুলো কাব্যে রূপায়িত হলে বলে – গীতিকা। গদ্যে রূপায়িত হলে বলে – লোককথা বা লোককাহিনী।

→ লোককথা তিন প্রকার – রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা।

→ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র সম্পাদিত 'ঠাকুরমার ঝুলি' একটি – রূপকথা।

৯ম পর্ব: ☆....মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক....☆

.....

>>পৃষ্ঠপোষক - কাব্য - কবি<<

→ গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ - ইউসুফ জোলেখা - শাহ মুহম্মদ সগীর ।

→ জালালুদ্দিন মাহমুদ শাহ - রামায়ণ - কৃত্তিবাস।

→ রুকনউদ্দিন বারবক শাহ - শ্রীকৃষ্ণবিজয় - মালাধর বসু ।

→ শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ - রসূল বিজয় - জৈনুদ্দিন।

→ পরাগল খান - মহাভারত (অনুবাদ)- কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

→ ছুটি খান- ছুটিখানী মহাভারত - শ্রীকর নন্দী।

→ কোরেশী মাগন ঠাকুর - পদ্মাবতী - আলাওল ।

→ শ্রীমন্ত সোলেমান - তোহফা - আলাওল।

→ নবরাজ মজলিস - সিকান্দারনামা - আলাওল।

→ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র - অন্নদামঙ্গল - ভারতচন্দ্র রায়।

.....

☆....মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবিগণ....☆

.....

→ বড়ু চণ্ডীদাস - চতুর্দশ শতক।

→ কৃত্তিবাস - পঞ্চদশ শতক।

→ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী - ষোড়শ শতক।

→ মহাকবি আলাওল - সতের শতক।

→ ভারতচন্দ্র রায় - অষ্টাদশ শতক।

.....

(বি দ্রঃ - মধ্যযুগ এখানেই শেষ।)

.... ১০ম পর্ব.....

→ আবদুল কারিম খন্দকার - আরাকান রাজসভার কবি ।

→ তার রচিত গ্রন্থ - দুল্লা মজালিস ।

→ আবদুল হাকিম - চট্টগ্রামের কবি।

→ 'বঙ্গবাণী' কবিতার রচয়িতা - আব্দুল হাকিম ।

→ নুরনামা, নাসিহতনামা, শহরনামা কাব্যের রচয়িতা - আব্দুল হাকিম ।

→ যে সব বঙ্গেতে জান্ম হিংসে বঙ্গবাণী, সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি - নুরনামা কাব্যের অন্তর্গত (বঙ্গবাণী কবিতা)

→ সপ্তদশ দশকের শ্রেষ্ঠ কবি - আলাওল ।

→ তোহফা - আলাওলের নীতিবাক্য ।

→ আলাওলের মৌলিক গ্রন্থ - রাগতালনামা (সঙ্গীত বিষয়ক)

→ পদ্মাবতী কাব্যের পৃষ্ঠপোষক - কোরেশী মাগন ঠাকুর ।

→ রাতুল উৎপল লাজে জলান্তরে বৈসে, তাম্বুল রাতুল হৈল অধর পরশে - পদ্মাবতী কাব্যের পংক্তি ।

→ এন্টনি ফিরিঙ্গি - একজন কবিয়াল ।

→ তার একটি বিখ্যাত গান - আমি ভজন সাধন জানিনে মা.....

→ তাকে নিয়ে দুইটি সিনেমা হয়েছে - এক. উত্তম কুমার অভিনীত ' এন্টনি ফিরিঙ্গি' (1967) । দুই. প্রসেনজিৎ অভিনীত ' জাতিস্মর ' (2014)।

→ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা - স্যার উইলিয়াম জোনস।

→ কোরেশী মাগন ঠাকুর - জাতিতে মুসলমান।

→ ঠাকুর - আরাকানী রাজা প্রদত্ত উপাধি।

→ চন্দ্রাবতী কাব্যের রচয়িতা - কোরেশী মাগন ঠাকুর ।

→ কৃত্তিবাস ওঝা রচিত রামায়ণের নাম - শ্রীরাম পাচালী।

সূত্র : শীকর বাংলা সাহিত্য ।

.....১১তম পর্ব.....

→ গোবিন্দদাস – শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

→ 'সঙ্গীত মাধব' নাটকের রচয়িতা – গোবিন্দদাস।

→ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি – চন্দ্রাবতী। (উল্লেখ্য যে মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে তিনজন মহিলা কবির নাম পাওয়া যায়। এরা হলেন- চন্দ্রাবতী, চৈতন্যদেবের সময়ের মাধবী ও চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গীনী রামী।)

→ চন্দ্রাবতীর পিতার নাম – দ্বিজ বংশীদাস।

→ লৌকিক ধারার প্রথম কবি – দৌলত কাজী। তিনি 'সতীময়না লোরচন্দ্রানী' রচনার মাধ্যমে মানুষকে প্রথম সাহিত্যে স্থান দেন।

→ মিথিলা হচ্ছে - প্রাচীন বিদেহ রাজ্যের রাজধানী। বর্তমান উত্তর বিহারের তিরহুত জেলা ও দক্ষিণ নেপালের জনকপুর মিলে গড়ে উঠেছিল বিদেহ রাজ্য ।

→ 'অভিনব জয়দেব' কার উপাধি –বিদ্যাপতি।

→ ব্রজবুলি মূলত – একধরনের মিশ্রভাষা। বাংলা ও মৈথিলি ভাষার মিশ্রনে এর সৃষ্টি।

→ প্রথম বাংলায় ভাগবত অনুবাদ করেন –মালাধর বসু।

→ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দেন– শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ।

→ মধ্যযুগের শেষ কবি – ভারতচন্দ্র রায়।

→ বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি –ভারতচন্দ্র রায়। (উল্লেখ্য যে আধুনিক যুগের নাগরিক কবি সমর সেন)

→ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের পৃষ্ঠপোষক –রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

১২তম পর্ব.:★আধুনিক যুগের সূচনা ★

.....

→ বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সাথে সম্পর্কিত – ইউরোপীয়দের আগমন।

→ উইলিয়াম কেরী বাংলায় আসেন – ১৭৯৩ সালে (খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে)।

→ শ্রীরামপুর মিশন - প্রতিষ্ঠিত ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারি এবং বন্ধ হয় ১৮৪৫ সালে।

→ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস - প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ সালের মার্চ মাসে (পঞ্চানন কর্মকারকে এই প্রেসে নিয়োগ দেওয়া হয়) এবং বন্ধ হয় ১৮৫৫ সালে।

→ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ – প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ সালের ৪ মে এবং বন্ধ হয় ১৮৫৪ সালে (লর্ড ডালহৌসির সময়ে)।

→ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের (প্রতিষ্ঠিত ১৮০১ সালের ২৪ নভেম্বর) অধ্যক্ষ – উইলিয়াম কেরী।

→ 'ফোর্ট উইলিয়াম পর্বে' ১৮০১-১৮১৫ সালের মধ্যে – ৮ জন লেখক ১৩টি বাংলা গদ্যগ্রন্থ লিখেন।

→ হিন্দু কলেজ – প্রতিষ্ঠিত হয় (রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টা ও ডেভিড হেয়ারের সহায়তায়) ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি এবং বন্ধ হয় ১৮৫৫ সালের ১৫ এপ্রিল। এর স্থলাভিষিক্ত হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ।

→ হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন – অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান (ব্রিটিশ পিতা ও ভারতীয় মাতার সন্তান)।

→ ডিরোজিও ছিলেন –হিন্দু কলেজের ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষক।

→ ডিরোজিওর শিষ্যদের বলা হয় – ইয়ং বেঙ্গল।

→ ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র – জ্ঞানান্বেষন।

→ ইয়ং বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য ও বিতর্ক সংঘ – অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (১৮২৮)।

সূত্র : শীকর বাংলা সাহিত্য ।

BCS Bank
PDF বইয়ের অনলাইন লাইব্রেরী
MyMahbub.Com